গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-২ অধিশাখা

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের জুন/২০২১ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ আনিছুর রহমান সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
সভার তারিখ	২৭-০৭-২০২১
সভার সময়	সকাল-১১.০০ ঘটিকা
স্থান	অনলাইন ভিডিও সিস্টেম
উপস্থিতি	রেকর্ডেড

সভাপতি উপস্থিত সকলকে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের জুন/২০২১ মাসের অনলাইন সমন্বয় সভায় স্বাগত জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে এ বিভাগের উপসচিব (প্রশাসন-২ অধিশাখা) পাওয়ার পয়েন্টে পর্যায়ক্রমে সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

২। উপস্থিত সদস্যগণের সর্বসম্মতিতে গত ২৭-০৬-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত মে/২০২১ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়/নিশ্চিত করা হয়।

৩। গত ২৭-০৬-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও অন্যান্য বিষয়ে নিম্নরূপ আলোচনা, পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১	এ বিভাগের অধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ অনিষ্পন্ন বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। উপসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, দপ্তর/সংস্থা হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী রুটিন কিছু চলমান বিষয় রয়েছে, যা নিষ্পত্তির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। সভায় জানানো হয় যে, পেট্রোবাংলা, বিপিসি ও কোম্পানিসমূহের আন্তঃ দেনা-পাওনার dispute সমূহের অধিকাংশ ইতোমধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে। অবশিষ্ট dispute সমূহ নিরসনের কার্যক্রম চলমান আছে। এলএনজি খাতে ভর্তুকি বাবদ অর্থ বরাদ্দ চেয়ে পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে মর্মে সভায় অবহিত করা হয়।	(ক) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ কতদিন যাবত কোথায় অনিষ্পন্ন রয়েছে তার তালিকা প্রতি সমন্বয় সভার পূর্বে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (খ) পেট্রোবাংলার প্রস্তাব প্রাপ্তির পর এলএনজি খাতে ভর্তুকি বাবদ অর্থ বরাদ্দ চেয়ে অর্থ বিভাগে পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি
৩.২	সভায় জানানো হয় যে, এলএনজি	(ক) এলএনজি মার্জিন,	প্রশাসন/

	মার্জিন, আইওসি গ্যাস ও এনবিআর এর পাওনা টাকা নিয়মিতভাবে পরিশোধ অব্যাহত রয়েছে। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা বলেন যে, জুন/২০২১ মাসে এনবিআর এর যে পাওনা টাকা ছিলো তা পরিশোধ করা হয়েছে। সভাপতি এলএনজি মার্জিন, আইওসি গ্যাস ও এনবিআর এর পাওনা টাকা নিয়মিতভাবে পরিশোধের বিষয়টি চলমান রাখার এবং অযথা বকেয়া না রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। চেয়ারম্যান, বিপিসি জানান যে, এনবিআর এর পাওনা সংক্রান্ত একটি বিতর্কিত বিষয় বর্তমানে আদালতে পেন্ডিং আছে। উক্ত পাওনা ব্যতীত অন্যান্য পাওনার কিছু অংশ ইতোমধ্যে পরিশোধ করা হয়েছে এবং বাকী পাওনা পরিশোধের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ভ্যাট ও কাস্টমস অফিসে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন যে, এনবিআর এর সাথে বিগত সভাটি খুব ফলপ্রসূ হয়েছে এবং সভার কার্যবিবরণী থাকায় তা সুনির্দিষ্ট হয়েছে। যে পাওনার বিষয়ে আদালতে মামলা চলমান আছে তা নিষ্পত্তি হওয়ার পরই পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু যে সকল পাওনার বিষয়ে কোন বিতর্ক নেই সেগুলো দ্রুত পরিশোধ করতে হবে। সভায় জানানো হয় যে, চলমান বিধি-নিষেধ শিথিল হওয়ার পরে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, অর্থ বিভাগ ও এনবিআর এর সমন্বয়ে একটি ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা জানান যে, পেট্রোবাংলা কর্তৃক গঠিত কমিটি এলএনজি খাতে ভর্তুকি নীতিমালার খসড়া প্রণয়নের কাজ করছে। চলমান বিধি-নিষেধ শিথিলের পর ফিজিক্যালি সভা করে খসড়া নীতিমালাটি প্রণয়ন করা হবে। পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ইক্যুইটি খাতের টাকা পেইড আপ ক্যাপিটালে রূপান্তরের বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য সভায় উপস্থাপন করা হয়। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা জানান যে, পেট্রোবাংলার আওতাধীন অধিকাংশ	আইওসি গ্যাস ও এনবিআর এর পাওনা টাকা নিয়মিতভাবে পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) এনবিআর এর সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশেষ করে বিপিসির ৩টি কোম্পানির নিকট সরকারি পাওনা দ্রুত পরিশোধের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (গ) চলমান বিধি-নিষেধ শিথিল হওয়ার পর জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, অর্থ বিভাগ ও এনবিআর এর সমন্বয়ে একটি ত্রি-পক্ষীয় সভা আহ্বান করতে হবে। (ঘ) এলএনজি খাতে ভর্তুকি নীতিমালা প্রণয়ন দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। (ঙ) যে সকল কোম্পানি ইক্যুইটি খাতের টাকা অদ্যাবধি পেইড আপ ক্যাপিটালে রূপান্তর করেনি তাদেরকে পরবর্তী এজিএমের আগে এ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ ও বিপিসি/ পেট্রোবাংলা/ সংশ্লিষ্ট সকল কোম্পানি

	কোম্পানির ইক্যুইটি খাতের টাকা ইতোমধ্যে পেইড আপ ক্যাপিটালে রূপান্তর করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট কোম্পানির কার্যক্রম চলমান আছে। সভাপতি দ্রুত এ কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য গুরুত্বারোপ করেন।		
৩.৩	**বিস্ফোরক পরিদপ্তর:** সভায় জানানো হয় যে, মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক গঠিত কারিগরি কমিটিতে বিস্ফোরক জাতীয় দ্রব্যের সকল কার্যক্রম এক প্রতিষ্ঠানের আওতায় আনার নিমিত্ত ওয়ান স্টপ সার্ভিসের রূপরেখা প্রণয়নের লক্ষ্যে সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদনটি সর্বসম্মতভাবে যথাযথ বিবেচিত হওয়ায় তা মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। প্রতিবেদনটি মন্ত্রিসভা কমিটিতে উপস্থাপনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সভাপতি বলেন যে, এ পর্যায়ে এ বিষয়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে করণীয় কিছু নেই। মন্ত্রিসভা কমিটির সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক গঠিত কারিগরি কমিটি বিস্ফোরক জাতীয় দ্রব্যের সকল কাযর্ক্রম এক প্রতিষ্ঠানের আওতায় আনার নিমিত্ত মন্ত্রিসভা কমিটি হতে সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/প্রশাসন-৩ অধিশাখা ও বিস্ফোরক পরিদপ্তর
৩.৪	**হাইড্রোকার্বন ইউনিট:** মহাপরিচালক, হাইড্রোকার্বন ইউনিট জানান যে, দপ্তর/সংস্থা হতে ড্যাশবোর্ডের তথ্যাদি হালনাগাদ করা হচ্ছে। হালানাগাদের বিষয়টি হাইড্রোকার্বন ইউনিট হতে নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, ড্যাশবোর্ডে বিস্ফোরক পরিদপ্তরের অনলাইন কার্যক্রম সম্পৃক্ত করার বিষয়ে বিস্ফোরক পরিদপ্তরের ভেন্ডরের সাথে আলোচনা হয়েছে। ড্যাশবোর্ড ও বিস্ফোরক পরিদপ্তরের পৃথক ভেন্ডর হওয়ায় ড্যাশবোর্ডে বিস্ফোরক পরিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পৃক্ত করা অনেক দূরুহ হবে। যেহেতু ইআরপি ও জিআরপির কার্যক্রম চলমান আছে সেহেতু ভবিষ্যতে এ সকল কার্যক্রম ইআরপি/জিআরপি'তে অন্তর্ভুক্ত হবে। তাই ড্যাশবোর্ডে বিস্ফোরক পরিদপ্তরের অনলাইন কার্যক্রম সম্পৃক্ত করার প্রয়োজন হবে না। সভাপতি এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।	ড্যাশবোর্ডের তথ্যাদি নিয়মিত হালনাগাদের বিষয়টি ফলোআপ রাখতে হবে।	হাইড্রোকার্বন ইউনিট/ বিপিসি/ পেট্রোবাংলা

৩.৫	**খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি):** মহাপরিচালক, বিএমডি জানান যে, সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার লোভাছড়া পাথর কোয়ারিতে জব্দকৃত পাথর নিলাম দেয়ার বিষয়ে জেলা প্রশাসক, সিলেট'কে বার বার পত্র প্রদান করেও কোন সুরাহা হচ্ছে না। এখন আদৌ লোভাছড়া পাথর কোয়ারিতে কোন পাথর রয়েছে কিনা বা কি পরিমাণ আছে সে বিষয়ে তদন্ত ছাড়া বলা সম্ভব হচ্ছে না। এ বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট এর পরিচালককেও পত্র দেয়া হয়েছে। কিন্তু জেলা প্রশাসক, সিলেট কর্তৃক কোনো উদ্যোগ না নেওয়ার ফলে বিষয়টি সমাধান করা যাচ্ছে না। সভাপতি এ প্রসঙ্গে বলেন যে, জেলা প্রশাসক, সিলেটের অসহযোগিতার কারণে বিষয়টি সমাধান হয়নি। মহাপরিচালক আরো জানান যে, সুনামগঞ্জে অবৈধভাবে পাথর মহালকে বালুমহাল হিসেবে প্রদানকৃত ইজারা বাতিলের বিষয়ে জেলা প্রশাসক'কে পত্র দেয়া হয়েছে। কিন্তু জেলা প্রশাসক কর্তৃক ইজারা অদ্যাবধি বাতিল করা হয়নি। জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ কর্তৃক বিএমডির পত্রের একটি জবাব প্রেরণ করা হয়েছে, যা শীঘ্রই জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে। সভাপতি বলেন যে, জেলা প্রশাসক কর্তৃক যদি বালু মহালকে পাথর মহাল হিসেবে ইজারা প্রদান করা হয় সেক্ষেত্রে বিষয়টি সমাধান করা খুবই কঠিন।	(ক) সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার লোভাছড়া পাথর কোয়ারিতে জব্দকৃত পাথরের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে একটি অবস্থানপত্র তৈরি করতে হবে। (খ) সুনামগঞ্জে অবৈধভাবে পাথর মহালকে বালুমহাল হিসেবে প্রদানকৃত ইজারা বাতিলের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ বিএমডি
৩.৬	মহাপরিচালক, বিপিআই জানান যে, বিপিআই'কে কার্যকর ও গতিশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতির বিষয়ে সিনিয়র সচিবের সঙ্গে পৃথকভাবে আলোচনা করা হবে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জেজিটিডিএসএল জানান যে, জালালাবাদ গ্যাস টি এ্যান্ড ডি সিস্টেম লিঃ (জেজিটিডিএসএল) এর সাথে লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিঃ এর ট্যারিফ মামলার বিষয়ে অ্যাপীলেট ডিভিশন হতে গত	(ক) লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিঃ এর ট্যারিফ মামলার বিষয়ে অ্যাপীলাট ডিভিশনের রায় বাস্তবায়নের হালনাগাদ অগ্রগতি পরবর্তী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) বিপিসি ও পেট্রোবাংলার কন্ট্রাক্টগুলো ভেটিংয়ের জন্য দুই সংস্থা পৃথকভাবে কন্ট্রাক্ট Lawyer নিয়োগ করবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ ও বিপিসি/ পেট্রোবাংলা/ জেজিটিডিএসএল/সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কোম্পানি

	০৩-০৫-২০২১ তারিখে রায়ের সার্টিফাইড কপি পাওয়া গেছে। সার্টিফাইড কপি পাওয়ার পর অ্যাপীলেট ডিভিশনের রায় অনুযায়ী জেজিটিডিএসএল'র অনুকূলে BERC নির্ধারিত হারে গ্যাস বিল পরিশোধ এবং বকেয়া গ্যাস বিল ৯০,২৫,০৭,৪২৩/-(নব্বই কোটি পঁচিশ লক্ষ সাত হাজার চারশত তেইশ) টাকা হতে ১০.০০ কোটি টাকা চলতি বিলের সাথে পরিশোধ এবং অবশিষ্ট ৮০,২৫,০৭,৪২৩/- টাকার মধ্যে প্রতি ৩ মাস অন্তর ১০.০০ কোটি টাকা করে পরিশোধের জন্য গত ০৩-০৫-২০২১ তারিখে লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিঃ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। মহামান্য অ্যাপীলেট ডিভিশনের রায়ের আলোকে লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিঃ ইতোমধ্যে ১০.০০ কোটি টাকা পরিশোধ করেছে এবং BERC নির্ধারিত ট্যারিফ অনুযায়ী মার্চ, ২০২১, এপ্রিল, ২০২১ ও মে, ২০২১ মাসের গ্যাস বিল পরিশোধ করেছে। অপরদিকে, জেজিটিডিএসএল ও লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিঃ এর মধ্যে গ্যাস ট্যারিফ বিষয়ক বিদ্যমান জটিলতার কারণে চলমান International Arbitration মামলার বিষয়ে লাফার্জ জেজিটিডিএসএল বরাবর Arbitration Notice প্রেরণ করায় এবং Arbitrator নিয়োগ করায় জেজিটিডিএসএল কর্তৃক প্রথমে ঢাকাস্থ আইনী প্রতিষ্ঠানে ALLIANCE LAWS এর পার্টনার ব্যারিষ্টার মঈন গণিকে স্থানীয় কাউন্সেল/ পরামর্শদাতা, আইনী প্রতিষ্ঠান Foley Hoag LLP, USA কে আন্তর্জাতিক কাউন্সেল/পরামর্শদাতা এবং Ms Sophie Nappert কে জেজিটিডিএসএল এর পক্ষে Arbitrator নিয়োগ করা হয়েছে এবং উক্ত Arbitration মামলা বর্তমানে চলমান আছে।			

	সভাপতি বলেন যে, বাড়তি গ্যাস ক্রয়ের বিষয়ে লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিঃ এর প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এ প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা জানান যে, বাড়তি গ্যাস এলএনজি ক্রয়ের মাধ্যমে দিতে হবে, যা বর্ধিত হারে প্রদান করতে হবে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরো জানান যে, লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিঃ এর ট্যারিফ মামলার বিষয়ে একটি write up তৈরি করে গত ২৮-০৬-২০২১ তারিখে এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা জানান যে, বিপিসি ও পেট্রোবাংলার কন্ট্রাক্টগুলো ভেটিংয়ের জন্য দুই সংস্থা একত্রে ২-৩ জনের একটি প্যানেল Lawyer তৈরির বিষয়ে বিপিসির চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে আলোচনা হয়েছে। দুই সংস্থার কাজের পরিধি ভিন্ন হওয়ায় পৃথকভাবে কন্ট্রাক্ট Lawyer নিয়োগ করা যেতে পারে। চেয়ারম্যান, বিপিসি জানান যে, যেহেতু পেট্রোবাংলা ও বিপিসি দুটি ভিন্ন আইনে পরিচালিত হয় সেহেতু দুটি সংস্থার জন্য কমন একটি কার্যক্রম গ্রহণ করলে আইনগত জটিলতা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে। তাই সিদ্ধান্তটি পরিবর্তনের জন্য তিনি মতামত প্রকাশ করেন। সভাপতি এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন এবং দুটি সংস্থার কন্ট্রাক্টগুলো ভেটিংয়ের জন্য পৃথকভাবে প্যানেল Lawyer এর পরিবর্তে কন্ট্রাক্ট Lawyer নিয়োগের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।		

৩.৭	বিসিএমসিএল ও এমজিএমসিএল এর কয়লা ও পাথর উৎপাদনের অগ্রগতি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভাপতি উল্লেখ করেন যে, বিসিএমসিএল এর নতুন চুক্তির বিষয়ে ইতোপূর্বে পিপিসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং বিসিএমসিএল এর বোর্ড সভায় তা অনুমোদিত হয়েছে। সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভায় প্রস্তাবটি উপস্থাপনের নিমিত্ত এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের জন্য শীঘ্রই সারসংক্ষেপ প্রেরণ করা হবে। বিসিএমসিএল এর কয়লা উৎপাদন সন্তোষজনক পর্যায়ে থাকায় সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এমজিএমসিএল এর পাথর উৎপাদন ও নতুন চুক্তির কার্যক্রমের অগ্রগতি ভাল হওয়ায় সভাপতি সন্তোষ প্রকাশ করেন। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা বলেন যে, কয়লা ও পাথর উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রমে যে গতির সঞ্চার হয়েছে তা সিনিয়র সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত উদ্যোগের কারণে সম্ভব হয়েছে।	কয়লা ও পাথর উৎপাদন নিরবচ্ছিন্ন রাখার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ পেট্রোবাংলা/ এমজিএমসিএল/বিসিএমসিএল

৩.৮	মডেল ফিলিং স্টেশন স্থাপনের অগ্রগতি বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সভায় জানানো হয় যে, মুজিববর্ষ উপলক্ষে ৩ টি তেল বিপণন কোম্পানির মাধ্যমে ডিলার অর্থায়নে ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে ৭ টি মডেল পাম্প স্থাপনের জন্য অভিপ্রায় পত্র ইস্যু করা হয়েছে। যার নির্মাণ কার্যক্রম চলমান আছে। এ বিভাগের মে/২০২১ মাসের সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এমপিএল'র ডিলার মেসার্স ফারদিন অটোগ্যাস ফিলিং স্টেশন, মীরসরাই, চট্রগ্রাম এবং পিওসিএল'র হাজী মাসহুদ আলী মডেল ফিলিং স্টেশন, সিলেট পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে। মডেল ফিলিং স্টেশনের নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করে চালুর বিষয়ে স্ব-স্ব কোম্পানি কর্তৃক যথাযথভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে। এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৩টির মধ্যে আপাততঃ ২টি মডেল ফিলিং স্টেশনের একটি করে ডিসপেন্সিং ইউনিট দিয়ে উদ্বোধন করতে পারায় সভাপতি সংশ্লিষ্ট কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চেয়ারম্যান, বিপিসি'কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।	মুজিব বর্ষের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মডেল ফিলিং স্টেশন স্থাপনের অবশিষ্ট কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ বিপিসি ও পদ্মা/মেঘনা/ যমুনা অয়েল কোং
৩.৯	ব্যবস্থাপনা পরিচারক, পিওসিএল জানান যে, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লি: পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড-কে এ পর্যন্ত ২০ কোটি ৭৮ লাখ ৮০ হাজার ৯৯২ টাকা পূর্বের বকেয়া পাওনা হতে পরিশোধ করেছে। পূর্বের বকেয়া হতে আর কোন টাকা পরিশোধ করেনি। বকেয়া পরিশোধের জন্য পিওসিএল এর পক্ষ হতে বাংলাদেশ বিমানের সাথে পত্র যোগাযোগ অব্যাহত আছে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লি: কর্তৃক কারেন্ট বিলগুলো পরিশোধ করা হচ্ছে। সভাপতি পূর্বের বকেয়া পাওনা আদায় অব্যাহত রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। এলপি গ্যাস লিমিটেড কর্তৃক এলপিজি প্ল্যান্ট বাস্তবায়নের বিষয়ে চেয়ারম্যান, বিপিসি জানান	(ক) বাংলাদেশ বিমানের নিকট পূর্বের বকেয়া পাওনা আদায়ের বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) বিপিসির অর্থায়নে এলপি গ্যাস লিমিটেড কর্তৃক বিপিসি আইন অনুযায়ী এলপিজি প্ল্যান্ট বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (গ) টাঙ্গাইলের এলেঙ্গায় এলপিজি সিলিন্ডার ম্যানুফেকচারিং প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতি আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ ও বিপিসি/ পিওসিএল/এলপি গ্যাস লিঃ

	যে, বিপিসির অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে হলে বিপিসির আইন অনুযায়ী সরাসরি প্রাইভেট জমি ক্রয়ের বিধান নেই। এক্ষেত্রে অধিগ্রহণের মাধ্যমে জমি ক্রয় করতে হবে। তাই সিদ্ধান্তটি সংশোধনের জন্য তিনি অনুরোধ জানান। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন যে, কোম্পানি আইন অনুযায়ী কোম্পানি সরাসরি প্রাইভেট জমি ক্রয় করতে পারে, যা অনেক সাশ্রয়ী হয়। কিন্তু ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এলপিজিএল জানান যে, এলপি গ্যাস লিমিটেড বিপিসির আওতাধীন শতভাগ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। তাছাড়া, বর্ণিত প্রকল্প বাস্তবায়নে কোম্পানির যথেষ্ট মূলধন নেই। ফলে বিপিসির অর্থায়নেই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে হবে। এ প্রেক্ষিতে সভাপতি পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এলপি গ্যাস লিমিটেড কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম স্থগিত রাখার এবং বিপিসির অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য সিদ্ধান্তটি সংশোধনের নির্দেশনা প্রদান করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরো জানান যে, টাঙ্গাইলের এলেঙ্গায় এলপিজি সিলিন্ডার ম্যানুফেকচারিং প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদনের জন্য ০৯-০৩-২০২১ তারিখে EOI আহবান করা হয়েছে। Feasibility Study করার জন্য মোট ৫(পাঁচ)টি প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব পাওয়া যায়; যা মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক মূল্যায়নের পর মোট ৪(চার)টি যোগ্য প্রতিষ্ঠানের নিকট Request for Proposal (RFP) প্রেরণের জন্য কমিটি সুপারিশ করেছে। যোগ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট গত ২৯-০৬-২০২১ তারিখে RFP প্রেরণ করা হয়েছে। RFP দাখিলের শেষ তারিখ হচ্ছে ২৮-০৭-২০২১ । উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে প্রস্তাব পাওয়ার পর যোগ্য প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হবে। এছাড়া, চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড উপজেলার			

	সুবিধাজনক স্থানে বার্ষিক ১ (এক) লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতার এলপিজি স্টোরেজ ও বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপন এবং টাঙ্গাইলের এলেঙ্গায় এলপিজি সিলিন্ডার ম্যানুফেকচারিং প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ডিপিপি তৈরির লক্ষ্যে এলপি গ্যাস লিমিটেড গত ০৫-০৭-২০২১ তারিখে প্রতিটি প্রকল্পের জন্য একজন করে কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করেছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে ডিপিপি'র খসড়া তৈরি করবে। চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড উপজেলার সুবিধাজনক স্থানে বার্ষিক ১ (এক) লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতার এলপিজি স্টোরেজ ও বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপন এবং টাঙ্গাইলের এলেঙ্গায় এলপিজি সিলিন্ডার ম্যানুফেকচারিং প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ডিপিপি তৈরির লক্ষ্যে এলপি গ্যাস লিমিটেড গত ০৫-০৭-২০২১ তারিখে প্রতিটি প্রকল্পের জন্য একজন করে কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করেছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে ডিপিপি'র খসড়া তৈরি করবে।		
৩.১০	উপসচিব (বাজেট) সভায় মে/২০২১ পর্যন্ত দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির তথ্য উপস্থাপন করেন। চলমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজন করতে না পারায় অডিট আপত্তি তুলনামূলকভাবে কম নিষ্পত্তি হচ্ছে। তিনি জানান যে, অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা শুরু করার জন্য অডিট অফিসের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। সভাপতি চলমান বিধি-নিষেধ শিথিলের পর দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবান করে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে নিয়মিত দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা করতে হবে এবং প্রতিমাসে কয়টি দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা করা হচ্ছে তার তালিকা প্রতি সমন্বয় সভার পূর্বে প্রেরণ করতে হবে।	বাজেট অধিশাখা ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

৩.১১	সভায় এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির বিভাগীয় মামলা, আদালতে বিচারাধীন মামলা ও রিট মামলার তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়। সভায় জানানো হয় যে, চলমান বিধি-নিষেধের কারণে মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা খুব কম। সভায় জানানো হয় যে, দেশে ভেজাল তেল বিক্রয় বন্ধ ও তেল সরবরাহে সঠিক পরিমাপ নিশ্চিতকরণের জন্য মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে অভিযান একটু ধীর গতিতে পরিচালিত হচ্ছে এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত অভিযান পরিচালিত হবে মর্মে সভায় অবহিত করা হয়। সভায় দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির ই-দরপত্রের তথ্য পর্যালোচনা করা হয়। যে সকল কোম্পানির ই-দরপত্রের সংখ্যা কম হয়েছে তাদেরকে ই-দরপত্র বাড়ানোর জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির বিভাগীয় মামলা, আদালতে বিচারাধীন মামলা ও রিট মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সকলকে সচেষ্ট হতে হবে। (খ) দেশে ভেজাল তেল বিক্রয় বন্ধ ও তেল সরবরাহে সঠিক পরিমাপ নিশ্চিতকরণের জন্য মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) ই-দরপত্রের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং প্রতি সমন্বয় সভার পূর্বে ছক আকারে সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রেরণ করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ অপারেশন অনুবিভাগ/ প্রশাসন-৩ অধিশাখা/অপা-১ শাখা ও দপ্তর/ সংস্থা/ কোম্পানি
৩.১২	এপিএ বাস্তবায়নে দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিগুলো সচেষ্ট রয়েছে মর্মে সভায় জানানো হয়। সভাপতি বলেন যে, এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ইতোমধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছে। নতুন অর্থবছরের এপিএ বাস্তবায়নে সকলকে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে। সভায় উল্লেখ করা হয় যে, ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্জন সন্তোষজনক রয়েছে।	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নে সকলকে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে।	এপিএ টিম ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

৩.১৩	**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন:** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, খসড়া আইনটি গত ০৩-০৫-২০২১ তারিখে মন্ত্রিসভা বৈঠকে নীতিগত অনুমোদন হয়েছে। নীতিগত অনুমোদনকৃত খসড়া আইনটি ভেটিংয়ের জন্য গত ১৯-০৫-২০২১ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। খসড়া আইনের কতিপয় ধারার বিষয়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিব গত ২৩-০৬-২০২১ তারিখে সাক্ষাৎ করে পর্যবেক্ষণ দেন। উক্ত পর্যবেক্ষণের আলোকে খসড়া আইনটি সংশোধনক্রমে ২৪-০৬-২০২১ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে পুনরায় প্রেরণ করা হয়েছে।	'বাংলাদেশ গ্যাস, তেল ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন আইন, ২০২১' খসড়া আইনে দ্রুত ভেটিং গ্রহণের জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ ও পেট্রোবাংলা
৩.১৪	সভায় অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় জানানো হয় যে, গত দুই মাসে বকেয়া গ্যাস বিল আদায় সন্তোষজনক হয়েছে। এ বিভাগের যুগ্মসচিব (অপারেশন) জানান যে, গত বছরের তুলনায় এ বছর তিতাস গ্যাসের ৫৯৩ কোটি টাকা অধিক বকেয়া গ্যাস বিল আদায় হয়েছে। বকেয়া গ্যাস বিল আদায় অব্যাহত আছে। চলমান বিধি-নিষেধ শিথিল হলে এ কার্যক্রম আরো বেগবান হবে। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন যে, চলমান বিধি-নিষেধ শিথিল হওয়ার পর বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সরকারি প্রতিষ্ঠানের বকেয়া আদায়েও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	(ক) অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) বকেয়া গ্যাস বিল আদায় ত্বরান্বিত করতে হবে এবং বকেয়া পরিশোধ না করলে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। (গ) ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি কর্তৃক বকেয়া গ্যাস বিল আদায়ের তুলনামূলক চিত্র প্রতি সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/পেট্রোবাংলা/ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি

৪. সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ আনিছুর রহমান

সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

স্মারক নম্বর: ২৮.০০.০০০০.০২১.০৬.০০১.১৭.২৮৫

তারিখ: ২০ শ্রাবণ ১৪২৮
০৪ আগস্ট ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান-এর দপ্তর, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন
২) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)
৩) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট
৪) সকল কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
৫) মহাপরিচালক, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)
৬) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
৭) অতিরিক্ত সচিব, অতিরিক্ত সচিবের দপ্তর (Blue Economy সেল), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
৮) মহাপরিচালক , হাইড্রোকার্বন ইউনিট
৯) সচিব, সচিব-এর দপ্তর, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
১০) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ, প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ এর কার্যালয়, বিস্ফোরক পরিদপ্তর
১১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সকল)
১২) প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
১৩) মাননীয় উপদেষ্টার একান্ত সচিব, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
১৪) সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
১৫) প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

মোছাম্মাৎ ফারহানা রহমান
উপসচিব